১৭.৬. ভারতীয় অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (International Monetary Fund with respect to Indian Economy)

1944 সালে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা হয়। 1945 সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত অর্থভাণ্ডারের সঙ্গে চুক্তিতে সই করে। 1946 সালের মে মাস থেকে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার কাজ শুরু করে। ঐ সময় তার সদস্য সংখ্যা ছিল 39। ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের একটি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। প্রতিষ্ঠাকালে অর্থভাণ্ডারের তহবিলের পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল 88 বিলিয়ন ডলার। প্রতিটি সদস্য দেশের কোটা থেকে এই তহবিল সৃষ্টি। তখন ভারতের কোটা ছিল 400 মিলিয়ন ডলার। 1970 সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারে কোটায় ভারতের স্থান ছিল পঞ্চম এবং একজন স্থায়ী এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর (Permanent Executive Director) নিয়োগের ক্ষমতা ভারতের ছিল। 1970 সালের মে মাসে জাপান, কানাডা এবং ইটালির কোটার পরিমাণ বাড়ার ফলে ভারত এই ক্ষমতা হারায়। বর্তমান ভারতের কোটার পরিমাণ হল 3.2 শতাংশ।

প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কাছ থেকে কোটা অনুসারে ঋণ ও সাহায্য গ্রহণ করেছে এবং সময়মত তা ফেরত দিয়েছে। 1947 থেকে 1955 সাল পর্যন্ত ভারত তার লেনদেন ব্যালেন্সের সমস্যা সমাধানের জন্য অর্থভাণ্ডারের কাছ থেকে দুবারে 100 মিলিয়ন ডলার ঋণ করে। 1955 সাল থেকে 1975 সাল পর্যন্ত আট বারে ভারত অর্থভাণ্ডারের কাছ থেকে মোট 1764 মিলিয়ন ডলার ঋণ করে। এছাড়া ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ট্রাস্ট ফাণ্ড থেকে সুবিধাজনক শর্তে ঋণ গ্রহণ করেছে লেনদেন ব্যালেন্সের সমস্যা সমাধানের জন্য। 1978 সাল থেকে 1981 সাল পর্যন্ত এই উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ হল 529.01 মিলিয়ন SDR।

1979 সালে ভারত সরকার বর্ধিত তহবিল সুবিধার নীতি অনুসারে ঋণ গ্রহণের জন্য 5.6 বিলিয়ন ডলারের এক চুক্তি করে লেনদেন ব্যালেন্সের সংকট দূর করার জন্য। 1984 সাল পর্যন্ত ভারত এই চুক্তি অনুসারে 3.9 বিলিয়ন ডলারের ঋণ গ্রহণ করে এবং অর্থভাণ্ডারকে জানিয়ে দেয় বাকি ঋণের প্রয়োজন নেই বলে। 1984 সাল থেকে 1990 সাল পর্যন্ত ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কাছ থেকে তেমন সাহায্যই গ্রহণ করেনি। কিন্তু গাল্ফযুদ্ধ জনিত লেনদেন ব্যালেন্সের গভীর সংকট কাটিয়ে তোলার জন্য ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কাছে আবেদন করে ক্ষতিপূরণমূলক ও অনিশ্চিত ঘটনার জন্য আর্থিক সাহায্য (Compensatory and Contingency Financing Facilities) এর নীতি অনুসারে অর্থ সাহায্য করার জন্য। অর্থভাণ্ডার ভারতকে এই নীতি অনুসারে ঋণের ব্যবস্থা করে।

এছাড়া 1991 সালে ভারতের লেনদেন ব্যালেন্সের গভীর সংকট দূর করার জন্য ভারত সরকারকে অর্থনৈতিক নীতির পরিবর্তন বা অর্থনৈতিক সংস্কার সম্পর্কে একটি বিবৃতি অর্থভাণ্ডারের কাছে পাঠাতে হয় এবং তারই ভিত্তিতে ভারত 'বর্ধিত তহবিল সুবিধা'-এর নীতি অনুসারে অর্থভাণ্ডারের কাছ থেকে ঋণ পায়।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার 1986 সালে কাঠামোগত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ঋণ দেওয়া শুরু করে। 1991 সালের প্রথমার্ধে ভারতের লেনদেন ব্যালেন্সে তীব্র সংকট দেখা দেওয়ায় ভারত 1991 সালে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কাছ থেকে কাঠামোগত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ঋণ গ্রহণ করে। বিদেশি মুদ্রার তীব্র সংকট, বিদেশি ঋণের চাপ, দেশের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা, এবং কৃষি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগের জন্য মূলধনের অভাব প্রভৃতি কারণে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কাছ থেকে কাঠামোগত সামঞ্জস্য সাধনের ঋণ গ্রহণের শর্ত হিসাবে ভারতকে বাজার অর্থনীতির দিকে ঠেলে দেয়। ফলে পরিকল্পনার শুরু থেকে (1951) প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে যে মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সরকারি নিয়ন্ত্রণে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল তা থেকে ভারত সরে আসতে বাধ্য হয়।

ভারত তার বৈদেশিক লেনদেন ব্যালেন্সের ঘাটতি দূর করার জন্য ঋণ গ্রহণ ছাড়াও অর্থভাণ্ডারের সদস্য হিসাবে অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রেও সুবিধা গ্রহণ করেছে। অর্থভাণ্ডারের সদস্য হওয়ার সুবাদে ভারত বিশ্বব্যাঙ্কের সদস্য হওয়ায় ঐ সংস্থা থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে। চার থেকে পাঁচজন অর্থনীতিবিদ নিয়ে অর্থভাণ্ডারের প্রতিনিধি দল মাঝে মাঝে ভারতে এসে থাকে। এই সমস্ত অর্থনীতিবিদ ভারতীয় প্রশাসকদের সঙ্গে মত বিনিময় করে থাকে ভারতের লেনদেন ব্যালেন্স এবং মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য আর্থিক, রাজস্ব এবং অন্যান্য পদ্ধতি সম্পর্কে সুপারিশ করে থাকে। এছাড়া আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ভারতের আর্থিক, রাজস্ব, ব্যাঙ্কিং, বিনিময় এবং লেনদেন ব্যালেন্সের নীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করে থাকে।

Scanned with CamScanner

সুতরাং দেখা যাচ্ছে **আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার** ভারতকে নানাভাবে সাহায্য প্রদান করে থাকে এবং **ভারতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করলেও অর্থভাণ্ডারের সাহায্য গ্রহণের শর্ত বা ঋণগ্রহণের শর্তগুলির বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হয়ে থাকে।** যেমন ঋণ গ্রহণের শর্ত হিসাবে ভারতীয় অর্থনীতিকে উদার ও উন্মুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ কমানো, পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়ে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ কমানোর শর্তও আরোপ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতির হারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অনেক অর্থনীতিবিদদের মতে এই সমস্ত শর্ত মেনে চলার অর্থ হল ভারতের আর্থিক ও রাজস্ব নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার উপর হাত দেওয়া। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, 1991 সালে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের আরোপ করা শর্ত অনুসারে ভারত আর্থিক ঘাটতির পরিমাণ দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) [illegible] শতাংশের নীচে নামানোর যথেষ্ট চেষ্টা করেছে কিন্তু তাতে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ঋণ গ্রহণের শর্ত হিসাবে ভারত 1991 সালে সরকারিভাবে ভারতীয় টাকার 20 শতাংশ অবমূল্যায়ন করে। পরবর্তীকালে বাজারে চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় ভারতীয় টাকার অবমূল্যায়ন ক্রমেই ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি থেকে যায় যদিও বর্তমানে এই অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। অর্থাৎ ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কাছ থেকে কাঠামোগত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য গৃহীত ঋণের শর্ত পালন করার সত্ত্বেও কিন্তু ভারতের কাঠামোগত সংস্কার কোনো ক্ষেত্রেই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সুফল দেয়নি।

■ ১৭.৭. ভারতীয় অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank with respect to Indian Economy)

ব্রেটন উডস্ সম্মেলনের প্রস্তাব অনুসারে 1944 সালে প্রতিষ্ঠিত পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কই বিশ্বব্যাঙ্ক নামে পরিচিত। ভারত বিশ্বব্যাঙ্কের একটি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এছাড়া ভারত বিশ্বব্যাঙ্কের সম্পাদনমূলক পরিচালনমণ্ডলীর (Executive Directors) একজন চিরস্থায়ী সদস্যপদে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বৎসর ধরেই।

প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতকে নানাভাবে সাহায্য করে আসছে। যেমন—

(১) বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতকে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন সময় অর্থ সাহায্য করেছে।

(২) বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সমীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। যেমন বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনসাধারণের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সমীক্ষা করেছে।

(৩) বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতে প্রকল্প রূপায়ণসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মাধ্যমে পরামর্শ ও মতামত প্রদান করেছে। শুধু তাই নয় বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতকে কারিগরী পরামর্শও দিয়ে থাকে।

(৪) বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতকে যে সমস্ত প্রকল্পের জন্য সাহায্য করে সেই সমস্ত প্রকল্পের জন্য ভারতে প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে থাকে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার জন্য।

(৫) বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিষ্ঠানে (Economic Development Institution : EDI) ভারতের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত অফিসারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে ভারতের বিনিয়োগ পরিকল্পনার দক্ষতা ও অর্থনীতি পরিচালনার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য।

বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ভারত সরকার বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় যে অর্থ সাহায্য নিয়েছে সেই সমস্ত প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রেলপথের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি, দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন (DVD)-এর বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য অর্থ সাহায্য, কলকাতা ও মাদ্রাজ বন্দরের জন্য অর্থ সাহায্য, মহারাষ্ট্রের কয়না বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য অর্থ সাহায্য, ভারতের শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন (I.C.I.C.I) প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সাহায্য, টাটা লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী, ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানীর সম্প্রসারণের জন্য অর্থ সাহায্য ইত্যাদি।

এছাড়াও ভারতকে অর্থ সাহায্য দেওয়ার জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক Aid India Consortium নামে একটি সংস্থা গঠন করেছে। 1995 সাল থেকে এটিকে রূপান্তরিত করা হয়েছে India Development Forum নামে। এই সংস্থার মাধ্যমে কয়েকটি উন্নত দেশ যৌথভাবে ভারতকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করে থাকে।

1980 সালে বিশ্বব্যাঙ্ক কাঠামোগত সামঞ্জস্য সাধনের জন্য ঋণদানের যে কর্মসূচী গ্রহণ করে 1991 সালের প্রথমের দিকে লেনদেন ব্যালেন্সে তীব্র সংকট সৃষ্টি হওয়ায় বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে ভারত কাঠামোগত সামঞ্জস্য সাধনের জন্য ঋণ গ্রহণ করে। তীব্র বিদেশি মুদ্রার সংকট, বিদেশি ঋণের চাপ, দেশের অভ্যন্তরে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা, কৃষি ও শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগের জন্য মূলধনের অভাব প্রভৃতি কারণে

Scanned with CamScanner

বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে কাঠামোগত সামঞ্জস্য সাধনের জন্য ঋণ গ্রহণের শর্ত হিসাবে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করার জন্য, বাজার অর্থনীতি গ্রহণ করার জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। বাজার অর্থনীতির পরিপূরক হিসাবে ভারতীয় অর্থনীতিতে সরকারি ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ তুলে দিয়ে বেসরকারিকরণের জন্য চাপ দিচ্ছে। এই জন্য ভারতের সরকারি ক্ষেত্রের শিল্পগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে বেসরকারিকরণ করে অথবা বিলগ্নীকরণ করে সরকারি ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ বন্ধ করার নির্দেশ বিশ্বব্যাঙ্ক দিচ্ছে। তাছাড়া অলাভজনক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলিতে **বিদায় নীতি** (Exit Policy) অনুসরণ করা এবং রুগ্‌ণ শিল্প সংস্থাগুলিকে বন্ধ করার জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক চাপ সৃষ্টি করছে।

ভারতীয় বাজার বিদেশের কাছে তুলে ধরার জন্য আমদানি শুল্ক যতদূর সম্ভব তুলে দেওয়া বা কমিয়ে দেওয়া, রপ্তানি ভর্তুকি তুলে দেওয়া, বিদেশি মুদ্রার সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রার পূর্ণ রূপান্তরযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্যও বিশ্বব্যাঙ্ক নির্দেশ দিচ্ছে। এর সঙ্গে ভারতে বিদেশি বিনিয়োগকে আমন্ত্রণ জানানো, শিল্পক্ষেত্রে ইক্যুইটি মূলধনে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ ও বিদেশি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে দেওয়ার অনুমতি প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক নির্দেশ দিচ্ছে।

ভারত সরকার বিশ্বব্যাঙ্কের দেওয়া ঋণ গ্রহণের শর্ত হিসাবে সরকারি ক্ষেত্রের শিল্পগুলিকে বিলগ্নীকরণ করতে শুরু করেছে, বিদায় নীতি অনুসরণ করছে এবং রুগ্‌ণ শিল্প সংস্থাগুলিকে বন্ধ করার নীতিও গ্রহণ করেছে। ভারতীয় বাজার বিদেশের কাছে তুলে দেওয়ার জন্য ভারত সরকার নিয়ন্ত্রণ ও আমলাতান্ত্রিক বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে বাজার ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ঋণ গ্রহণের শর্ত হিসাবে ভারত সরকার 1991 সালের শিল্পনীতিতে বিদেশি মূলধন ও বিদেশি প্রযুক্তির অবাধ প্রবেশের পথে সমস্ত বাধা দূর করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ সংক্রান্ত ভারত সরকারের বর্তমান নীতিতে এই ধরনের বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো হয় প্রায় শর্তহীনভাবে।

উপসংহারে বলা যায় ভারত সরকার বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ গ্রহণের শর্ত হিসাবে পরিকল্পনার শুরু থেকে (1951 সাল) প্রায় 40 বৎসর ধরে যে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে অর্থননৈতিক পরিকল্পনা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল তা থেকে সরে আসতে বাধ্য করে এবং ভারতকে বাজার অর্থনীতির দিকে ঠেলে দেয়। এটি হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতিতে বিশ্বব্যাঙ্ক প্রদত্ত ঋণের সুফল আশানুরূপ নয়। এর জন্য অনেক অর্থনীতিবিদ বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণের শর্তগুলিকে দায়ী করেন।

■ ১৭.৮. ভারতীয় অর্থনীতির উপর বিশ্বায়নের প্রভাব (Effect of Globalization on Indian Economy)

1980-র দশকে প্রথম থেকে ভারতীয় অর্থনীতি বিশ্বায়নের দিকে যাত্রা শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় অর্থনীতির বিশ্বায়নের দিকে যে যাত্রা শুরু হয় সেটি 1991 সালে এবং পরবর্তীকালে বিশেষ করে 1995 সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (W.T.O.) স্থাপনের পর দ্রুত হারে বাড়তে থাকে।

ভারতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রভাব পর্যালোচনা করা হল।

(১) **বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর প্রভাব ঃ** বিশ্বায়নের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল দ্রব্য ও সেবার বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি। বিশ্বায়নের ফলে ভারতে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও এই বৃদ্ধির হারে আছে অনিশ্চয়তা। রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে বিশ্বায়নের প্রভাবে ভারতে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই আমদানি বৃদ্ধির হারেও ওঠানামা লক্ষ্য করা যায়।

বিশ্বায়নের ফলে রপ্তানি ও আমদানি উভয় পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও রপ্তানির পরিমাণ অপেক্ষা আমদানির পরিমাণ প্রায় সবসময়ই বেশি থাকায় ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্তে সব সময়ই ঘাটতি বর্তমান।

(২) **বৈদেশিক বিনিয়োগের উপর প্রভাব ঃ** বিশ্বায়নের ফলে ভারতে বৈদেশিক বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত ভারত সরকারের বর্তমান নীতিতে দেখা যায়, এই বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো হয়েছে প্রায় শর্তহীনভাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতে এই ধরনের বিনিয়োগ যেটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য এবং এই বৃদ্ধির পরমাণে আছে অনিশ্চয়তা। ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে অগ্রগতির সম্ভাবনা থাকলেও এই ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ খুবই সীমিত। শুধু তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রেই নয় পরিকাঠামো সৃষ্টি করার ক্ষেত্রেও এই ধরনের বিনিয়োগ নগণ্য। ফলে ভারতীয় শিল্পের উন্নয়নের ব্যাপারে বৈদেশিক বিনিয়োগ খুব বেশি সাহায্য করতে পারবে না বলে অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন।

Scanned with CamScanner

(৩) **কৃষির উপর প্রভাব ঃ** বিশ্বায়নের প্রভাবে ভারতীয় কৃষির উপর নানা ধরনের প্রতিকূল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বায়নের পূর্বের দশকের তুলনায় পরের দশকে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার কম।

শুধুমাত্র খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেই নয়, কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নের বার্ষিক হারেও অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং বিশ্বায়নের ফলে ভারতীয় কৃষিতে খাদ্যশস্য উৎপাদনেও উন্নয়নের হারে এক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়নের সূচনায় আশা করা হয়েছিল এই সংস্কার কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের জোয়ার আনবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, ভারতীয় কৃষি উন্নয়নের অস্থিরতা। এই সময় কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা কিন্তু হ্রাস পায়নি। তাই ভারতের বিশ্বায়ন কৃষিকে উপেক্ষা করে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভারতীয় জনগণের জীবনধারা অনিশ্চিত করে তুলেছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন হল কৃষিক্ষেত্রের অভ্যন্তরীণ সংস্কার।

(৪) **শিল্পের উপর প্রভাব ঃ** বিশ্বায়নের ফলে ভারতীয় শিল্পের উপর কি প্রভাব পড়েছে তা পর্যালোচনা করা হচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে পরিবর্তিত আর্থিক পরিস্থিতিতে অনিশ্চয়তা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কারণে ভারতের শিল্প উন্নয়ন হারের কোনো স্থায়িত্ব নেই, এই হার সবসময়ই ওঠানামা করছে। বিশ্বায়নের ফলে ভারতীয় শিল্পের দ্রুত হারে উন্নয়ন ঘটবে বলে আশা করা হলেও তা কিন্তু বাস্তবায়িত হয়নি? তার কারণ হল তীব্র বৈদেশিক প্রতিযোগিতা, সরকারি ক্ষেত্রের বিনিয়োগ হ্রাস, বেসরকারি ক্ষেত্রে আশানুরূপ বিনিয়োগের অভাব, পরিকাঠামোগত সমস্যা, অনুন্নত মূলধন বাজার, অবৈজ্ঞানিক কর কাঠামো, বাজারে চাহিদার অভাব ইত্যাদি।

(৫) **মানবিক বিষয়ের উপর প্রভাব ঃ** অর্থনৈতিক উন্নয়নের মানবিক দিক হল বেকারত্ব, আয়বৈষম্য ও দারিদ্র্য। ভারতীয় অর্থনীতির উপর বিশ্বায়নের প্রভাব মানবিক উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা হল।

ভারতে বেকারত্বের হার বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতে আয় বণ্টনের উপর বিশ্বায়নের প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, আয় বণ্টনে বৈষম্য বেড়েছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে ভারতে দারিদ্র্যের পরিমাণের যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা উল্লেখ করা হল।

বিশ্বায়নের প্রভাবে ভারতের দারিদ্র্য দূরীকরণের কর্মসূচী বিরূপ প্রভাব ফেলছে বলে অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন।

ভারতীয় অর্থনীতির উপর বিশ্বায়নের প্রভাবে মানবিক উপাদানের বিষয়গুলি উপেক্ষিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। যদিও ভারত সরকার বেকার সমস্যার সমাধান, আয় বৈষম্য হ্রাস এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় এই সমস্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রয়োজন হল দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী।

উপসংহারে বলা যায়, বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীর মোট বাণিজ্যের পরিমাণ অবশ্যই বাড়বে কিন্তু এই বৃদ্ধির সুফল সমস্ত দেশের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত না হওয়ার ফলে ভারতকে তার নিজ দেশের বাজার বিদেশিদের হাতে তুলে দিতে হবে বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করছে। তবে বিতর্ক যতই থাকুক না কেন বর্তমানে বিশ্বায়নের বাইরে থেকে ভারতের পক্ষে বাণিজ্য সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। অর্থাৎ ভারতের কাছে বিশ্বায়নের কোনো বিকল্প নেই। এর মধ্যে থেকেই ভারতকে বিশ্বায়নের সুফল আদায় করে নিতে হবে।

■ ১৭.৯. ভারত ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা [India and World Trade Organisation (WTO)]

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রতিষ্ঠা এবং নতুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে এবং ভারত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হওয়ার সুবাদে ভারতের বাণিজ্য তথা ভারতীয় অর্থনীতির উপর এর প্রভাব দুই রকমের হতে পারে। এর একটি হল অনুকূল প্রভাব বা সুবিধা এবং অপরটি হল প্রতিকূল প্রভাব বা অসুবিধা।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ভারতের উপর অনুকূল প্রভাব ঃ ভারতীয় অর্থনীতির উপর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অনুকূল প্রভাবগুলি হল ঃ

(১) **কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি ঃ** উন্নত দেশগুলিতে কৃষিজাত দ্রব্যের আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হলে এবং অভ্যন্তরীণ ভর্তুকি হ্রাস পেলে আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়বে। ফলে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। ভারতে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনে যেহেতু তুলনামূলক সুবিধা আছে, সেইহেতু ভারত সহজেই এই দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করতে পারবে।

(২) **কৃষিভিত্তিক শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি ঃ** ভারতের কৃষিভিত্তিক শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানিও বাড়বে।

Scanned with CamScanner

এই সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য আমদানি করা কাঁচামালের প্রয়োজন হয় না বলে এই সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন ও রপ্তানি সহজেই বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

(৩) **বস্ত্র ও তন্তুজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি ঃ** উন্নত দেশগুলিতে বস্ত্র ও তন্তুজাত দ্রব্যের উপর পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ বাতিল হলে ভারতের বস্ত্র ও তন্তুজাত দ্রব্য লাভবান হবে, ফলে এই সমস্ত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য এই নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ বাতিল করা হয় পর্যায়ক্রমে 10 বৎসরের মধ্যে।

(৪) **সেবাকার্যের রপ্তানি বৃদ্ধি ঃ** সেবাকার্যের আমদানি-রপ্তানির বাধানিষেধ শিথিল করার ফলে ভারত বিদেশে শ্রমসেবা রপ্তানি করতে পারবে। আবার ব্যাঙ্কিং, বীমা প্রভৃতি পরিষেবাও ভারত রপ্তানি করতে পারবে। এর ফলে ভারতের রপ্তানি থেকে আয় বাড়বে।

(৫) **বাণিজ্যের পরিবেশ উন্নত হবে ঃ** বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কর্তৃক বহুমুখী বাণিজ্য ব্যবস্থা ও নির্দিষ্ট নিয়মকানুন চালু রাখা সম্ভব হবে। তাছাড়া ডাম্পিং বিরোধী আইন প্রবর্তন, বিরোধের মীমাংসা ইত্যাদির জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্বচ্ছতা আসবে এবং বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করা সহজ হবে। ফলে ভারতের পক্ষে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুযোগ নেওয়া সহজ হবে।

(৬) **কৃষি ভর্তুকির নমনীয়তা ঃ** কৃষি ভর্তুকির শ্রেণীবিন্যাস কৃষিজাত দ্রব্যের ভর্তুকিতে নমনীয়তা আনবে। চুক্তিতে বলা হয়েছে, মোট কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের মূল্যের 10 শতাংশের বেশি ভর্তুকি দেওয়া যাবে না। কিন্তু ভর্তুকির এই সীমা ভারতে দেওয়া ভর্তুকি অপেক্ষা বেশি। ফলে এর দ্বারা ভারত লাভবান হবে।

(৭) **সামগ্রিক রপ্তানি বৃদ্ধি ঃ** বিশ্ব ব্যাঙ্ক, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) এবং গ্যাটের সচিবালয়ের হিসাব অনুযায়ী উরুগুয়ে বৈঠকের প্রস্তাবগুলি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে কার্যকর করা হলে চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির মোট বার্ষিক আয় 213 থেকে 274 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পাবে। এই হিসাব অনুযায়ী বস্ত্রের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে 60 শতাংশ, কৃষিজাত দ্রব্য, বনজ ও মৎস্যজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে 20 শতাংশ এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে 19 শতাংশ। এই সমস্ত দ্রব্যের রপ্তানিতে ভারতের যেহেতু তুলনামূলক সুবিধা আছে, সেইহেতু আশা করা যায় পৃথিবীর মোট রপ্তানিতে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ভারতের উপর প্রতিকূল প্রভাব ঃ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ভারতীয় অর্থনীতির উপর কিছু প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ভারতীয় অর্থনীতির উপর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রতিকূল প্রভাবগুলি হল ঃ

(১) **বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাসম্পত্তি অধিকার চুক্তির (TRIPS) প্রতিকূল প্রভাব ঃ** TRIPS সংক্রান্ত ধারাগুলি কঠোরতর করার ফলে নতুন ব্যবস্থায় ভারতের পেটেন্ট আইনের আমূল পরিবর্তন আনতে হবে এবং তা ভারতের স্বার্থবিরোধী হবে। উৎপাদন পদ্ধতির পেটেন্টের পরিবর্তে এখন উৎপন্ন দ্রব্যের পেটেন্ট চালু হবে। ফলে বহু দ্রব্যের উৎপাদকদের দ্রব্যটির প্রথম উদ্ভাবককে রয়্যালটি দিতে হবে। এর ফলে ভারতে উৎপাদিত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় এবং উৎপাদিত দ্রব্যের দাম বাড়বে। বিশেষ করে জীবনদায়ী ঔষধপত্রের দাম বাড়বে। এছাড়াও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (W.T.O.) অনুমোদিত পেটেন্ট নিয়মে কৃষিজাত দ্রব্য বা কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন পদ্ধতি বা Biotechnological পদ্ধতিরও পেটেন্ট নেওয়া যাবে। কিন্তু এর ফলে ভারতীয় কৃষকদের বা কৃষি গবেষকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। প্রকৃতপক্ষে এই পেটেন্ট আইনের ফলে উন্নত দেশের বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থই রক্ষিত হবে।

(২) **বাণিজ্য সম্পর্কিত বিনিয়োগ ব্যবস্থা চুক্তির (TRIMS) প্রতিকূল প্রভাব ঃ** এই চুক্তিতে স্বদেশী বিনিয়োগ ও বিদেশি বিনিয়োগের মধ্যে কোনো বৈষম্য সৃষ্টি নিষেধ করা হয়েছে। এর ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অকাম্য কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হবে। প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তি উন্নত দেশগুলির বিনিয়োগকারীদের স্বার্থই সুরক্ষিত করবে এবং ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করবে।

(৩) **সেবামূলক ক্ষেত্রে বাণিজ্য-সম্পর্কিত সাধারণ চুক্তি (GATS)-এর প্রতিকূল প্রভাব ঃ** এই চুক্তির ফলে সেবাক্ষেত্রে উদারীকরণ ঘটবে। সেবাসামগ্রী যেমন ব্যাঙ্কিং, বীমা, টেলি যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটবে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষমতা এত বেশি যে এগুলিকে ভারতে অবাধে কাজ করতে দিলে এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সংশ্লিষ্ট ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এমনকি তাদের অস্তিত্বেরই সংকট ঘটবে।

Scanned with CamScanner

(৪) **বেকার সমস্যা তীব্রতর হবে :** নতুন ব্যবস্থার ফলে ভারতের বেকার সমস্যা আরও তীব্রতর হবে বলে অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন। কারণ বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভারতে অবাধে কাজ করতে দিলে ছোট ছোট ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে এবং এ সমস্ত সংস্থায় কর্মরত শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়বে। তাছাড়া বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে যে সমস্ত ভারতীয় প্রতিষ্ঠান টিকে থাকবে, তারা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য উৎপাদন পদ্ধতিতে বেশি যন্ত্র ও কম শ্রমিক নিয়োগ করবে। তার ফলেও কর্মসংস্থান কমবে এবং বেকারত্ব বাড়বে।

(৫) **সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হবে :** অনেকে মনে করেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাজকর্মের ফলে ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাজকর্মের মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা পূর্বে ভারত সরকারের হাতেই ছিল। যেমন পেটেন্ট, দেশের অভ্যন্তরে উৎপন্ন দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আইন, খাদ্যে ভর্তুকি প্রভৃতি। অর্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এখন সমস্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করছে, যা পূর্বে সদস্য রাষ্ট্রের ক্ষমতার মধ্যে ছিল। এইভাবে সদস্য দেশগুলির সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

সুতরাং আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা স্থাপনের ফলে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ অবশ্যই বাড়বে, কিন্তু বাণিজ্য বৃদ্ধির সুফল উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত না হওয়ার ফলে লেনদেন ব্যালান্স সমস্যায় জর্জরিত ভারতকে তার নিজ দেশের বাজার বিদেশিদের হাতে তুলে দিতে হবে বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করছে। তবে বিতর্ক যতই থাকুক না কেন বর্তমানে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাইরে থেকে ভারতের পক্ষে বাণিজ্য সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। অর্থাৎ ভারতের কাছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কোনো বিকল্প নেই। এই সংস্থার সদস্য হিসাবে থেকেই ভারতকে বহুমুখী বাণিজ্য ব্যবস্থার সুফল আদায় করে নিতে হবে।

Scanned with CamScanner